Visit: sohagschool.com

অধ্যায় ৩য়ঃ লেখা পড়ি লেখা বুঝি

রবীন্দ্রনাথ হায়াৎ মামুদ মূলভাব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে, কলকাতায়। সে সময় কলকাতার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন—ট্রাম বা বাসের অভাব, শুধুমাত্র ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলত রাস্তায়। শহরের রাস্তাগুলো ছিল ধূলোময়, এবং পুকুরের জলেও সূর্যের আলো পড়ত। বিকেলে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে সূর্য ডুবে যাওয়ার দৃশ্য ছিল মনমুগ্ধকর। প্রাচীন কলকাতার মায়ায় তখনকার পরিবেশটা একেবারে আলাদা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, যা ছিল তাঁর দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুরের অতীতের বিলাসবহুল জীবনযাপনের চিহ্ন। সেই বাড়িতে ছিল এক বিশাল প্রাসাদ, পুরনো ঐতিহ্য, এবং নানা স্মৃতি। কিন্তু শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল একাকী। তাঁর মা অসুস্থ থাকায়, তিনি স্নেহের অভাবে বড় হচ্ছিলেন। বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সব সময় ব্যস্ত থাকতেন, তাই পরিবারের সদস্যদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব পেতেন না। চোদ্দ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে ছোট, ফলে পরিবারের অন্যান্যদের স্নেহ তাঁর কাছে দুষ্কর ছিল।

বাড়ির পুরনো দাসদাসীরা ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তিনকড়ি দাসী, শঙ্করী, প্যারী—এঁরাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়। রাতে দাসীরা তাঁকে রূপকথা বলতেন। আর তিনি সেই গল্পগুলো শুনে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন। কিন্তু যত বড় হতে থাকলেন, ততই যেন সংসারের কঠোরতা তাঁকে গ্রাস করতে লাগল।

ছেলেবেলা কাটল সীমাবদ্ধতার মধ্যে। খুব কম কাপড় ছিল, আর প্রচণ্ড শীতে তিনি কখনও মোজা পরতেন না। সকালে ভোরে উঠে কুস্তি লড়তে যেতে হত, তার পর স্কুলের পড়াশোনা। নিয়মিত পড়াশোনার মধ্যে মন খারাপ করলেও, বিজ্ঞান শেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ছোটবেলা থেকেই তিনি বুঝতে পারতেন, জ্ঞান এবং প্রকৃতির মধ্যে এক অসীম রহস্য রয়েছে।

স্কুলে পড়ার সময় অনেক সময় ঘুম আসত। কিন্তু বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে ছুটি দিয়ে দিতেন। এভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার দিনগুলো কাটছিল। সবসময় কিছু নতুন কিছু করার চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর মনে নতুন কিছু আবিষ্কারের ইচ্ছা ছিল, যা তাঁর জীবনকে অন্য এক রূপে সাজাতে সক্ষম হবে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের জীবন অনেক দিক থেকেই তাঁকে গড়ে তুলেছে। তাঁর সেই নির্জনতাময় অভিজ্ঞতা, একাকীত্ব, আর সৃজনশীলতা—এসবই পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্যকর্মে দেখা যায়। তাঁর কবিতা, গান এবং নাটকে সেই সময়ের স্মৃতি ও অনুভূতিগুলো প্রবাহিত হয়ে আছে। আজও সেসব পাঠককে ভাবায়, মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবন যেন এক প্রতীক—মানবিকতা, সৃজনশীলতা এবং অনুসন্ধিৎসার এক অমলিন চিত্র।

রবীন্দ্রনাথ হায়াৎ মামুদ প্রশ্ন উত্তর

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

২। রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ ও বাংলা তারিখ কী?
উত্তর: ৭ মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখে জন্মগ্রহণ করেন।

৩। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেমন ছিল?
উত্তর: তিনি বাবা-মা ও ভাই-বোনদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং দাসদাসীদের কাছে বেড়ে উঠেছিলেন।

৪। রবীন্দ্রনাথের দাদার নাম কী?
উত্তর: তাঁর দাদার নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

৫। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলুন।
উত্তর: তাঁর বাড়িটি ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, যেখানে অনেক মহল ও বিশাল আঙ্গিনা ছিল।

৬। রবীন্দ্রনাথের শিশুবেলা কেমন ছিল?

উত্তর: তিনি দাসদাসী ও দাদিদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, মা ছিলেন রুগ্ন।

৭। তাঁর দাদার বাড়ির মধ্যে কী ছিল?

উত্তর: বাড়ির মধ্যে বিরাট প্রাসাদ, বাগান এবং অনেক ঘর ছিল।

৮। রবীন্দ্রনাথের পড়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর: তিনি নিয়মিত পাঠশালায় পড়তেন এবং বিভিন্ন বিষয় শিখতেন।

৯। রবীন্দ্রনাথের কী পোশাক ছিল শৈশবে?

উত্তর: তাঁর শৈশবে সাধারণত একটি জামা ও পায়জামা ছিল।

১০। কুস্তির সময় রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে থাকতেন?

উত্তর: তিনি কানা পালোয়ান হিরা সিংয়ের কাছে কুস্তি লড়তেন।

১১। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল?

উত্তর: বাড়িতে অনেক দাসদাসী ও চাকর ছিল এবং সব সময় হৈ হৈ গমগম করত।

১২। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীকণ্ঠ বাবু সম্পর্কে বলুন।

উত্তর: তিনি বাড়ির বন্ধু ছিলেন এবং গানের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

১৩। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের খাবারের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর: তিনি প্রায়ই চাকরের জন্য তৈরি খাবারের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

১৪। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় বিজ্ঞান কিভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর: তিনি বিজ্ঞান শেখার সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করতেন।

১৫। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে পড়া বইগুলো কী কী ছিল?

উত্তর: তিনি কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ এবং মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পড়েছিলেন।

১৬। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

উত্তর: তিনি কঠোর জীবনযাপন করতেন এবং রাজপুত্রের মতো বিলাসিতা পেতেন না।

১৭। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ কেউ কি ছিল?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথের শৈশবে বন্ধুদের মধ্যে শ্রীকণ্ঠ বাবু উল্লেখযোগ্য।

১৮। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির প্রাসাদ কেমন ছিল?

উত্তর: বাড়িটি বিশাল ও ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিতে ভরা।

১৯। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের খেলাধুলা কেমন ছিল?

উত্তর: তিনি কুস্তি, যাত্রা ও নানা খেলা উপভোগ করতেন, কিন্তু প্রায়শই নিষিদ্ধ হয়ে যেতেন।

২০। রবীন্দ্রনাথের মাতৃস্নেহের অভাব কেমন প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর: রুগ্ন মায়ের কারণে তিনি মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করেছিলেন, যা তাঁর শৈশবকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

২১। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির দেউড়িতে কী বাজত?

উত্তর: দেউড়িতে ঘণ্টা বাজত।

২২। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে কি ধরনের গল্প শুনতেন?

উত্তর: তিনকড়ি দাসী রূপকথা শুনিয়ে তাঁকে আনন্দ দিতেন।

২৩। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় কী ধরনের অসুখবিসুখ হতো?

উত্তর: তিনি সাধারণত অসুখবিসুখে ভুগতেন না এবং পড়া ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

২৪। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকেরা কেমন ছিলেন?

উত্তর: শিক্ষকেরা কঠোর এবং নিয়মিত ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন বিষয় পড়াতেন।

২৫। রবীন্দ্রনাথের অভ্যন্তরীণ জীবনে কী ছিল?

উত্তর: তিনি বাড়ির পুরনো গল্প, গান এবং পুরনো ঐতিহ্যে ডুবে থাকতেন।

২৬। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরা কি ধরনের কাজ করতেন?

উত্তর: তাঁর বন্ধুরা নানা ধরনের শিল্প এবং সংগীতের কাজ করতেন।

২৭। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোন বিশেষ সময় কি ছিল?

উত্তর: তাঁর জীবনে শৈশব থেকে কৈশোরে প্রবেশের সময় বিশেষ ছিল, যেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।

২৮। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সৃষ্টিশীলতা কিভাবে উজ্জ্বল হয়েছিল?

উত্তর: তিনি ছোটবেলায় গানের পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে সৃষ্টিশীলতা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

২৯। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে খাদ্যের অভাব ছিল কি?

উত্তর: হ্যাঁ, খাবারের জন্য তিনি প্রায়ই হতাশায় ভুগতেন।

৩০। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে কোন সময়ে মনের আনন্দ ফুটে উঠেছিল?

উত্তর: যখন তিনি গল্পের মধ্যে ডুবে যেতেন বা বাড়ির বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেন।

রবীন্দ্রনাথ হায়াৎ মামুদ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল কি?

ক) ১৮৫৭

খ) ১৮৬১

গ) ১৮৭৫

ঘ) ১৮৮০

উত্তর: খ) ১৮৬১

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ময়মনসিংহ

খ) কলকাতা

গ) ঢাকা

ঘ) শ্রীমঙ্গল

উত্তর: খ) কলকাতা

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহের নাম কি?

ক) দ্বারকানাথ ঠাকুর

খ) নীলমণি ঠাকুর

গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: খ) নীলমণি ঠাকুর

৪। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেমন ছিল?

ক) সুখী ও আরামদায়ক

খ) কঠোর ও দুঃখময়

গ) বিলাসবহুল

ঘ) স্বাধীন

উত্তর: খ) কঠোর ও দুঃখময়

৫। রবীন্দ্রনাথের মা কীভাবে তার শৈশবকে প্রভাবিত করেছিলেন?

ক) তাকে অনেক স্নেহ করতেন

খ) তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং স্নেহ দিতে পারতেন না

গ) খুব সঠিকভাবে তাকে বড় করেছেন

ঘ) তাকে সবসময় নিয়ে বেড়াতেন

উত্তর: খ) তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং স্নেহ দিতে পারতেন না

৬। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কতজন ভাই-বোন ছিলেন?

ক) ৫

খ) ১০

গ) ১৪

ঘ) ৮

উত্তর: গ) ১৪

৭। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তাকে কারা দেখাশোনা করতেন?

ক) পিতা-মাতা

খ) দাসদাসীরা

গ) শিক্ষক

ঘ) বন্ধু-বান্ধবী

উত্তর: খ) দাসদাসীরা

৮। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের বন্ধু ছিলেন?

ক) শ্রীকণ্ঠ বাবু

খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দ্বারকানাথ ঠাকুর

ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: ক) শ্রীকণ্ঠ বাবু

৯। রবীন্দ্রনাথের কিশোরকাল কিভাবে কাটছিল?

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

খ) কঠোর নিয়মের মধ্যে

গ) বিনোদনে

ঘ) সম্পূর্ণ স্বাধীন

উত্তর: খ) কঠোর নিয়মের মধ্যে

১০। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোন ধরণের লেখাপড়া ছিল?

ক) বিজ্ঞান

খ) কলা

গ) ইংরেজি

ঘ) সবগুলো

উত্তর: ঘ) সবগুলো

১১। রবীন্দ্রনাথের পিতা কিভাবে তার সময় কাটাতেন?

ক) বাড়িতে থাকতেন

খ) সর্বদা বাইরে থাকতেন

গ) শিক্ষকতা করতেন

ঘ) ব্যবসা করতেন

উত্তর: খ) সর্বদা বাইরে থাকতেন

১২। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির পুরাতন স্মৃতির মধ্যে কি ছিল?

ক) গ্যাসবাতি

খ) বিজলি বাতি

গ) তলোয়ার

ঘ) ফ্রিজ

উত্তর: গ) তলোয়ার

১৩। শৈশবে রবীন্দ্রনাথের জীবন কেমন ছিল?

ক) আনন্দময়

খ) শীতল

গ) দুঃখময়

ঘ) সুখময়

উত্তর: গ) দুঃখময়

১৪। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের একটি বিশেষ মুহূর্ত কি ছিল?

ক) পালকি চড়া

খ) যাত্রা দেখা

গ) বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া

ঘ) খেলা করা

উত্তর: খ) যাত্রা দেখা

১৫। রবীন্দ্রনাথের পড়ালেখার জন্য কতগুলো মাস্টার ছিলেন?

ক) এক

খ) দুই

গ) তিন

ঘ) চার

উত্তর: খ) দুই

১৬। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে কোন গাছের উপস্থিতি ছিল?

ক) আম গাছ

খ) নারকেল গাছ

গ) জাম গাছ

ঘ) তাল গাছ

উত্তর: খ) নারকেল গাছ

১৭। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তাঁর খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল?

ক) স্বাস্থ্যকর

খ) বিলাসী

গ) কঠোর নিয়মের মধ্যে

ঘ) ভিন্নধর্মী

উত্তর: গ) কঠোর নিয়মের মধ্যে

১৮। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করা লোক কে ছিলেন?

ক) মা

খ) দাদা

গ) বাবা

ঘ) বন্ধু

উত্তর: গ) বাবা

১৯। রবীন্দ্রনাথের জীবনের কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে তাঁকে কেমন জীবনযাপন করতে হয়েছিল?

ক) বিলাসবহুল

খ) কঠোর

গ) মধুর

ঘ) স্বচ্ছন্দ

উত্তর: খ) কঠোর

২০। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার জন্য কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

ক) বন্ধুবান্ধব

খ) পরিবার

গ) দারিদ্র্য

ঘ) লেখাপড়া

উত্তর: গ) দারিদ্র্য

ইবনে বতুতার ভ্রমণ গল্পের মূলভাব

ইবনে বতুতা, মরক্কোর তানজাহ শহরের একজন অসাধারণ ভ্রমণকারী, ১৩০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবন ও ভ্রমণ কাহিনি সত্যিই অনন্য এবং চমৎকার। ১৩২৬ সালে, মাত্র ২২ বছর বয়সে, হজের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। প্রথমে তিনি আফ্রিকার নানা শহর ঘুরে মিসরে পৌঁছান। সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে গিয়ে মক্কা যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জাহাজ না পাওয়ার ফলে আবার মিসরে ফিরে আসেন। সিরিয়া গিয়ে দামেস্কে তিনি হাদিসের বিদ্যায় শিক্ষা নেন।

সেখানে তার কিছু গুণী শিক্ষকের মধ্যে দুজন বিদুষী রমণীও ছিলেন। এরপর তিনি মদিনা এবং মক্কা গিয়ে হজ সম্পন্ন করেন। হজ শেষ করে, তিনি ইরানের দিকে যাত্রা করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন, যেমন বাগদাদ, নাজাফ, এবং শিরাজ। শিরাজে তিনি সুফি শেখ আবু আবদুল্লাহ খফিফ ও শেখ সাদির কবর দর্শন করেন।

১৩২৯ সালে, তিনি দ্বিতীয়বার মক্কা আসেন এবং সেখানে দুই বছর কাটান। তারপর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন, ইয়েমেন, আদেন, ওমান, এবং হাজরামাউত ঘুরে বেড়ান। হরমুজ শহরে বিখ্যাত দাতা বাদশাহ তহস্তনের সাথে দেখা করেন। তারপর আনাতোলিয়ায় যান এবং সেখানে অরাজকতা দেখতে পান। বুরসা থেকে কৃষ্ণসাগরের তীরে বিভিন্ন শহর ঘুরে ক্রিমিয়ায় পৌঁছেন, যেখানে সুলতান উজবুকের রাজত্ব ছিল। বুলগার দেশে গিয়ে ঈদ উদযাপন করেন এবং কুসতুনতিনিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিছু সময় কাটিয়ে আবার সরায় শহরে ফিরে আসেন। এরপর বোখারায় পৌঁছে সেখানকার সুলতান আলাউদ্দিন তরমশিয়ারিনের দরবারে সময় কাটান। তার ভ্রমণ অব্যাহত থাকে, তিনি হিরাত, জাম, মশহদ, নয়শাবুর, গজনি, এবং কাবুল হয়ে সিন্ধুর তীরে পৌঁছান।

১৩৩৩ সালে ভক্করে পৌঁছে লাহোর হয়ে মুলতানে আসেন। দিল্লিতে, সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাকে কাজি নিযুক্ত করেন এবং সেখানে নয় বছর কাটান। ১৩৪২ সালে তিনি চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অবশেষে, ১৩৪৯ সালে ইবনে বতুতা মরক্কো ফিরে আসেন। তবে দেশে ফিরে তিনি স্থির থাকতে পারেননি এবং সুদানে ভ্রমণের জন্য বের হন। ১৩৫৪ সালে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার কাজ শেষ করেন এবং ১৩৭৮ সালে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান। মোট ২৫ বছরের ভ্রমণে ইবনে বতুতা ৯৫,০০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন। তার লেখা ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল, যা তখনকার সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে। তার জীবন এবং অভিজ্ঞতাগুলি সত্যিই অসাধারণ!

ইবনে বতুতার ভ্রমণ গল্পের প্রশ্ন উত্তর

১। **ইবনে বতুতার জন্মস্থান কোথায়?**
উত্তর: তানজাহ, মরক্কো।

২। **ইবনে বতুতার জন্ম সাল কী?**

উত্তর: ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৩। **ইবনে বতুতার প্রথম হজের উদ্দেশ্যে তিনি কবে রওনা হন?**

উত্তর: ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৪। **হজ সম্পন্ন করার পর তিনি কোন শহরে প্রথম পৌঁছান?**

উত্তর: মদিনা।

৫। **দামেস্কে ইবনে বতুতার কিসের ওপর দক্ষতা লাভ হয়?**

উত্তর: হাদিসের বিদ্যায়।

৬। **ইবনে বতুতার মিসরে ফিরে আসার কারণ কী ছিল?**

উত্তর: সেখানে জাহাজ না পাওয়ার জন্য।

৭। **ইবনে বতুতার দ্বিতীয়বার মক্কা পৌঁছানোর সাল কী?**

উত্তর: ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৮। **তিনি কোন দেশে গিয়ে সুফি শেখ আবু আবদুল্লাহ খফিফের কবর দর্শন করেন?**

উত্তর: ইরান।

৯। **ইবনে বতুতার কতবার হজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে?**

উত্তর: চারবার।

১০। **তিনি কোন দেশের বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করেন হরমুজে?**

উত্তর: বাদশাহ তহমতুনের সাথে।

১১। **ইবনে বতুতার কোন শহরে বাগদাদের সুলতান আলাউদ্দিন তরমশিয়ারিনের দরবারে কিছুদিন ছিলেন?**

উত্তর: বোখারায়।

১২। **ইবনে বতুতার বাংলাদেশে আসার সময়কাল কোন সাল?**

উত্তর: ১৩৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩। **ইবনে বতুতার শেষ ভ্রমণের গন্তব্য কোনটি ছিল?**

উত্তর: মরক্কোর ফেজ শহর।

১৪। **তিনি কত বছর বিদেশ ভ্রমণ করেন?**

উত্তর: ২৫ বছর।

১৫। **ইবনে বতুতার ভ্রমণের মোট দূরত্ব কত মাইল?**

উত্তর: ৯৫,০০০ মাইল।

১৬। **কিসের কারণে তাঁর স্মারকলিপি হারিয়ে যায়?**

উত্তর: জলদস্যুদের হামলার ফলে।

১৭। **দিল্লিতে ইবনে বতুতার পদবি কী ছিল?**

উত্তর: শহরের কাজি।

১৮। **তিনি কত বছর দিল্লিতে ছিলেন?**

উত্তর: নয় বছর।

১৯। **ইবনে বতুতার কোন শহরে ভ্রমণ করার পর জাহাজ ভেঙে যায়?**

উত্তর: কালিকটে।

২০। **ইবনে বতুতার শেষ ভ্রমণের সময়ে তাঁর বয়স কত ছিল?**

উত্তর: ৭৩ বছর।

২১। **তিনি প্রথমবার কবে মক্কা পৌঁছান?**

উত্তর: ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে।

২২। **কোন দেশের রাজা যুদ্ধের কারণে ইবনে বতুতাকে জাহাজ খুঁজে পেতে পারেনি?**

উত্তর: মিসর।

২৩। **ইবনে বতুতার শ্বশুরের নাম কী?**

উত্তর: সৈয়দ জলালুদ্দিন আহমদ।

২৪। **ইবনে বতুতার বইয়ের নাম কী?**

উত্তর: “রিহলা”।

২৫। **ইবনে বতুতার প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে একজন কে ছিলেন?**

উত্তর: বিদুষী রমণী।

২৬। **তিনি কখন সুদান ভ্রমণে বের হন?**

উত্তর: দেশে ফেরার পর।

২৭। **ইবনে বতুতার জীবনের শেষে তিনি কোথায় ফিরে আসেন?**

উত্তর: মরক্কো।

২৮। **কোন শহর থেকে তিনি মালদ্বীপে যান?**

উত্তর: কালিকটে।

২৯। **ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ করেন কবে?**

উত্তর: ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে।

৩০। **তিনি কত বছর বয়সে মারা যান?**

উত্তর: ৭৩ বছর বয়সে।

Visit: sohagschool.com

ইবনে বতুতার ভ্রমণ গল্পের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ইবনে বতুতা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) মিসর

খ) তানজাহ, মরক্কো

গ) বাগদাদ

ঘ) দিল্লি

উত্তর: খ) তানজাহ, মরক্কো

২। তিনি কোন বছর হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন?

ক) ১৩০৪

খ) ১৩২৬

গ) ১৩২৯

ঘ) ১৩৪২

উত্তর: খ) ১৩২৬

৩। ইবনে বতুতার ভ্রমণসূচী শুরু হয় কোথা থেকে?

ক) মক্কা

খ) দামেস্ক

গ) বাগদাদ

ঘ) তানজাহ

উত্তর: ঘ) তানজাহ

৪। তিনি কোন শহরে হাদিসের বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন?

ক) মক্কা

খ) দামেস্ক

গ) কাবুল

ঘ) ইস্পাহান

উত্তর: খ) দামেস্ক

৫। ইবনে বতুতার প্রথম হজের বছর ছিল?

ক) ১৩২৬

খ) ১৩২৯

গ) ১৩৩৩

ঘ) ১৩৪২

উত্তর: খ) ১৩২৯

৬। তিনি মিসর থেকে কোথায় ফিরে আসেন?

ক) সিরিয়া

খ) আফ্রিকা

গ) ইরাক

ঘ) ভারত

উত্তর: ক) সিরিয়া

৭। ইবনে বতুতার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কতো বছর তিনি দিল্লিতে ছিলেন?

ক) ৩ বছর

খ) ৫ বছর

গ) ৯ বছর

ঘ) ১০ বছর

উত্তর: গ) ৯ বছর

৮। তিনি কত বছর বিদেশে ভ্রমণ করেন?

ক) ২০ বছর

খ) ২৫ বছর

গ) ৩০ বছর

ঘ) ১৫ বছর

উত্তর: খ) ২৫ বছর

৯। তিনি কোন দেশে দুই বছর সময় কাটান?

ক) ভারত

খ) মিসর

গ) আফ্রিকা

ঘ) ইরাক

উত্তর: ক) ভারত

১০। কোন বাদশাহ তাকে বিশেষ সম্মান প্রদান করেন?

ক) সুলতান মুহম্মদ তুঘলক

খ) বাদশাহ তহমন্তন

গ) আলাউদ্দিন তরমশীর

ঘ) রাজা মালিক জাহির

উত্তর: ক) সুলতান মুহম্মদ তুঘলক

১১। ইবনে বতুতার ভ্রমণপথে কোন স্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক) আফ্রিকা

খ) ইরান

গ) ইউরোপ

ঘ) সবগুলো

উত্তর: ঘ) সবগুলো

১২। তিনি কোথায় যাওয়ার পথে জলদস্যুদের মুখোমুখি হন?

ক) কলকাতা

খ) কোলাম

গ) মালদ্বীপ

ঘ) সোণারগাঁ

উত্তর: খ) কোলাম

১৩। তিনি কত বছর বয়সে মারা যান?

ক) ৬০ বছর

খ) ৭৩ বছর

গ) ৮০ বছর

ঘ) ৭৫ বছর

উত্তর: খ) ৭৩ বছর

১৪। তিনি কত দিন জাহাজে ভ্রমণ করেন?

ক) ২০ দিন

খ) ৩০ দিন

গ) ৪০ দিন

ঘ) ৫০ দিন

উত্তর: গ) ৪০ দিন

১৫। ইবনে বতুতার সবচেয়ে বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম কী?

ক) রিহলা

খ) আল-কুরআন

গ) আল-বাইত

ঘ) আল-জিহাদ

উত্তর: ক) রিহলা

১৬। তিনি কবে মরক্কো ফিরে আসেন?

ক) ১৩৪৮

খ) ১৩৫৩

গ) ১৩৫৪

ঘ) ১৩৫৫

উত্তর: গ) ১৩৫৪

১৭। তিনি কোন স্থানে বাবা আদমের পদচিহ্ন দর্শন করেন?

ক) মালদ্বীপ

খ) সিংহল

গ) কাবুল

ঘ) গজনি

উত্তর: খ) সিংহল

১৮। তিনি কোন বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যখন তিনি হরমুজ শহরে উপস্থিত হন?

ক) বাদশাহ জামালুদ্দিন

খ) বাদশাহ তহমন্তন

গ) সুলতান মুহম্মদ

ঘ) আলাউদ্দিন

উত্তর: খ) বাদশাহ তহমন্তন

১৯। তিনি কত বছর পরে বাড়ি ফিরে আসেন?

ক) ৫ বছর

খ) ১০ বছর

গ) ২৫ বছর

ঘ) ৩০ বছর

উত্তর: গ) ২৫ বছর

২০। তিনি কোন নদীর তীরে সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করেন?

ক) গঙ্গা

খ) ব্রহ্মপুত্র

গ) সিন্ধু

ঘ) সরস্বতী

উত্তর: গ) সিন্ধু

২১। ইবনে বতুতার ভ্রমণকালে কতগুলো দেশ সফর করেন?

ক) ১০টি

খ) ২০টি

গ) ৩০টি

ঘ) ৪০টি

উত্তর: গ) ৩০টি

২২। কোন রাজা ছিলেন যিনি খ্রিষ্টান রাজার কন্যা ছিলেন?

ক) রাজা তহমন্তন

খ) বাদশাহ জামালুদ্দিন

গ) বাদশাহ মুহম্মদ শাহ

ঘ) বাদশাহ শিবির

উত্তর: ঘ) বাদশাহ শিবির

২৩। তিনি কত বছর বয়সে ভ্রমণ শুরু করেন?

ক) ২২ বছর

খ) ২৫ বছর

গ) ৩০ বছর

ঘ) ১৮ বছর

উত্তর: ক) ২২ বছর

২৪। তিনি কবে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা শেষ করেন?

ক) ১৩৫২

খ) ১৩৫৪

গ) ১৩৫৫

ঘ) ১৩৪৫

উত্তর: খ) ১৩৫৪

২৫। ইবনে বতুতার দীর্ঘ সফরের জন্য কোন দেশে যান?

ক) তুর্কিস্থান

খ) চীন

গ) আফ্রিকা

ঘ) ইরাক

উত্তর: খ) চীন

২৬। তিনি কোন স্থানে যান যেখানে তার শ্বশুর রাজত্ব করছিলেন?

ক) কাবুল

খ) মালদ্বীপ

গ) মাদুরাই

ঘ) কলকাতা

উত্তর: গ) মাদুরাই

২৭। তিনি কি ধরনের ভ্রমণ করেন?

ক) শখের

খ) গবেষণার

গ) ধর্মীয়

ঘ) ব্যবসায়িক

উত্তর: গ) ধর্মীয়

২৮। তিনি কোথায় জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন?

ক) কলকাতা

খ) কোলাম

গ) সুমাত্রা

ঘ) সোনারগাঁ

উত্তর: খ) কোলাম

২৯। তিনি কোন দেশের সাথে বাদশাহ শিবিরের সাক্ষাৎ করেন?

ক) ভারত

খ) আফ্রিকা

গ) তুর্কিস্থান

ঘ) ইউরোপ

উত্তর: ক) ভারত

৩০। তিনি কতদিন মালদ্বীপে ছিলেন?

ক) ৩ মাস

খ) ১ বছর

গ) ৪ মাস

ঘ) ৬ মাস

উত্তর: খ) ১ বছর

শব্দ থেকে কবিতা গল্পের মূলভাব

কবিতা মানে একটা বিশেষ অনুভূতি। যখন আমরা কবিতা পড়ি, মনে হয় যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করছি। সেখানে রঙ-বেরঙের স্বপ্ন যেন আমাদের চারপাশে ঘুরছে। কবিতা এমনভাবে লেখা হয়, যে তা

আমাদের হৃদয়ে একটা দোলা দিয়ে যায়। কিছু কবিতা একবার পড়লে আমাদের মনে ভাসে, আবার কিছু কবিতা বারবার পড়লেও নতুন কিছু অনুভব করায়। কবিতা লেখার জন্য মূলত শব্দের প্রয়োজন। কবিরা শব্দগুলোকে একসাথে মিলিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করেন। যেমন, যদি কেউ ঘুড়ি বানাতে চায়, তাহলে তাকে প্রয়োজন কাগজ, সুতো এবং বাঁশের টুকরো। তেমনই, কবিতা লেখার জন্যও রঙ-বেরঙের শব্দ দরকার। পাখি, নদী, ফুল—এসব শব্দের মাধ্যমে কবিরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

কবি হতে হলে শব্দের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হয়। যিনি শব্দগুলোকে ভালোবাসেন, সেই কবি হতে পারেন। কবিরা সাধারণত সুন্দর ও স্বপ্নময় কথা বলেন। কিন্তু যদি আপনার শব্দের প্রতি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আপনি সেই সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবেন না। শব্দের খেলা খেলতে হবে এবং শব্দগুলোর রং বুঝতে হবে। কিছু শব্দের গায়ে রঙ থাকে, কিছু শব্দে সুর পাওয়া যায়। যদি আপনি শব্দের রং, সুর ও গন্ধ অনুভব করতে পারেন, তবে আপনি কবি হতে পারবেন। কবিরা বিভিন্ন ধরনের কবিতা লেখেন—কখনো হাসির, কখনো কান্নার। কিন্তু সবসময় নতুন কিছু বলতে হয়। একই কথা বারবার বলা যায় না। কবিতায় প্রতিটি শব্দের অবস্থান এবং ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কবিতা লেখার জন্য শব্দের গভীরতা বোঝা জরুরি।

লেখক একটি উদাহরণ হিসেবে ‘দোকানি’ কবিতার কথা বলেছেন। এখানে একটি কাল্পনিক দোকানের কথা উঠে এসেছে, যেখানে বিক্রি হয় স্বপ্নের জিনিস। যেমন, চকচকে চাঁদের আলো এবং লাল পাখির গান। কবিতা আমাদেরকে নতুন জগতে নিয়ে যায়, যেখানে কল্পনা ও বাস্তবতা মিলে যায়। লেখক আরও বলেন, ছোটবেলায় কবিতা লেখার আগে অনেক কিছু দেখা উচিত। যত বেশি দেখবেন, তত বেশি অভিজ্ঞতা হবে। বড় হয়ে, যখন সব কিছু একত্রিত হবে, তখন আপনি শব্দ, ছন্দ ও ছবি মিলিয়ে একটি নতুন কবিতা তৈরি করতে পারবেন। সব মিলিয়ে, কবিতা হচ্ছে শব্দের সৌন্দর্য, ছন্দের মাধুর্য এবং স্বপ্নের প্রকাশ। কবি হতে হলে আমাদের হৃদয়ে স্বপ্ন ও সৃজনশীলতা থাকতে হবে, যা আমাদের শব্দগুলোকে নতুন অর্থ দিতে সাহায্য করবে।

শব্দ থেকে কবিতা গল্পের প্রশ্ন উত্তর

১। **কবিতা কাকে বলে?**

উত্তর: কবিতা এমন লেখাগুলো যা পড়লে মন নেচে ওঠে এবং রঙ-বেরঙের স্বপ্ন আসে।

২। **কবিতা লেখেন কারা?**

উত্তর: কবিরা কবিতা লেখেন।

৩। **কবিতা লেখার জন্য কোন জিনিসের দরকার হয়?**

উত্তর: শব্দের দরকার হয়।

৪। **কবি হওয়ার জন্য কিসের ভালোবাসা থাকতে হবে?**

উত্তর: শব্দের জন্য ভালোবাসা থাকতে হবে।

৫। **কবিতা লেখার জন্য শব্দের গায়ে কি আছে?**

উত্তর: শব্দের গায়ে রং আছে।

৬। **শব্দের শরীর থেকে কি বেরোয়?**

উত্তর: শব্দের শরীর থেকে সুর ও সুগন্ধ বেরোয়।

৭। **কবিরা কি ধরনের কথা বলেন?**

উত্তর: কখনও হাসির কথা, কখনও কান্নার কথা।

৮। **কবিতায় কীভাবে কথা বলা উচিত?**

উত্তর: কথা নতুনভাবে বলা উচিত এবং ছন্দে বলা উচিত।

৯। **শব্দের সুর কিভাবে শুনতে হয়?**

উত্তর: শব্দের সুর শুনতে হবে এবং শব্দের রং দেখতে হবে।

১০। **কবিতা লেখার জন্য প্রথমে কি জানতে হবে?**

উত্তর: নানা রকমের শব্দ জানতে হবে।

১১। **ছন্দ কিসের সাথে যুক্ত?**

উত্তর: ছন্দ শব্দের সাথে যুক্ত।

১২। **কবিতা লেখা যায় কোন বিষয় নিয়ে?**

উত্তর: যেকোন বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যায়।

১৩। **লেখক কোন একটি বিশেষ দোকান সম্পর্কে কী ভাবেন?**

উত্তর: তিনি স্বপ্নের দোকান খোলার কথা ভাবেন।

১৪। **দোকানের কি কি জিনিস বিক্রি হচ্ছে?**

উত্তর: চকচকে চাঁদের আলো, লাল পাখির গান।

১৫। **কবিতার নাম কী?**

উত্তর: 'দোকানি'।

১৬। **লেখক কীভাবে কবিতা লেখেন?**

উত্তর: প্রথমে ভাব, তারপর শব্দ ও ছন্দ আসে।

১৭। **কবিতার রঙিন ছবি কিভাবে আঁকা যায়?**

উত্তর: নতুন কথা ভাবার মাধ্যমে।

১৮। **কবিতা লেখার জন্য বয়সের প্রভাব কেমন?**

উত্তর: ছোট বয়সে কবিতা পড়া এবং চারপাশের ছবি দেখা উচিত।

১৯। **শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং কিভাবে যুক্ত হয়?**

উত্তর: এগুলো মিলিয়ে একটি নতুন কবিতা তৈরি হয়।

২০। **লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের জন্য কী উপদেশ আছে?**

উত্তর: শিশুদের শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং জমানো উচিত।

২১। **কাঁঠালচাঁপা কী?**

উত্তর: কাঁঠালচাঁপা একটি ফুলের নাম।

২২। **চমকপ্রদ শব্দের অর্থ কী?**

উত্তর: চমকপ্রদ মানে যা অবাক করে দেয়।

২৩। **ছন্দ কিসের সাথে সম্পর্কিত?**

উত্তর: ছন্দ কবিতার তাল বা Rhythm-এর সাথে সম্পর্কিত।

২৪। **পঙ্‌ক্তি মানে কি?**

উত্তর: পঙ্‌ক্তি মানে হলো লাইন।

শব্দ থেকে কবিতা গল্পের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। কবিতা কাকে বলে?

ক) গান

খ) মন নেচে ওঠা লেখাগুলো

গ) প্রবন্ধ

ঘ) নাটক

উত্তর: খ) মন নেচে ওঠা লেখাগুলো

২। কবিতা লেখেন কারা?

ক) গল্পকার

খ) কবিরা

গ) সাংবাদিক

ঘ) নাট্যকার

উত্তর: খ) কবিরা

৩। কবিতা লেখার জন্য কি দরকার?

ক) রং

খ) শব্দ

গ) ছবি

ঘ) সংগীত

উত্তর: খ) শব্দ

৪। কবি হতে হলে কাকে ভালোবাসা প্রয়োজন?

ক) ছবি

খ) শব্দ

গ) গান

ঘ) প্রকৃতি

উত্তর: খ) শব্দ

৫। কবিতা লেখার জন্য শব্দের কোন বৈশিষ্ট্য জানতে হবে?

ক) রং ও সুর

খ) গন্ধ

গ) উচ্চতা

ঘ) আকার

উত্তর: ক) রং ও সুর

৬। কবিতায় স্বপ্ন কেমন ভূমিকা পালন করে?

ক) নতুন ভাবনা

খ) পুরনো ভাবনা

গ) সাধারণ ছবি

ঘ) প্রথাগত শব্দ

উত্তর: ক) নতুন ভাবনা

৭। কবিতা লেখার সময় শব্দ কিভাবে ব্যবহার করতে হয়?

ক) শব্দ মেশানো

খ) একাকী লেখা

গ) পুনরাবৃত্তি

ঘ) গল্প বলা

উত্তর: ক) শব্দ মেশানো

৮। কবিতার জন্য কাদের কথা বলা হয়?

ক) হাসির কথা

খ) স্বপ্নের কথা

গ) সব ধরনের কথা

ঘ) কষ্টের কথা

উত্তর: গ) সব ধরনের কথা

৯। কবিতা লিখতে গেলে প্রথমে কী জানা প্রয়োজন?

ক) ছন্দ

খ) ভাষা

গ) শব্দ

ঘ) রং

উত্তর: গ) শব্দ

১০। কবিতায় নতুনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ক) পুরনো কথা বলা

খ) একই কথা বলার জন্য

গ) নতুন ভাবনা নিয়ে আসার জন্য

ঘ) সহজ কথা বলা

উত্তর: গ) নতুন ভাবনা নিয়ে আসার জন্য

১১। ‘দোকানি’ কবিতায় বিক্রি হয় কি?

ক) চিনি

খ) চকচকে চাঁদের আলো

গ) খোকাবাবুর খেলনা

ঘ) বই

উত্তর: খ) চকচকে চাঁদের আলো

১২। কবিতার জন্য দরকার কিসের?

ক) সব ধরনের শব্দ

খ) এক ধরনের শব্দ

গ) কিছু বিশেষ শব্দ

ঘ) কঠিন শব্দ

উত্তর: ক) সব ধরনের শব্দ

১৩। কবিতার জন্য যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি?

ক) কিছু বিশেষ বিষয়

খ) সাধারণ জীবন

গ) চারপাশের বিষয়

ঘ) স্বপ্নের বিষয়

উত্তর: গ) চারপাশের বিষয়

১৪। কবিরা কখন হাসির কথা বলেন?

ক) সব সময়

খ) কখনো কখনো

গ) বিরল

ঘ) কখনোই বলেন না

উত্তর: খ) কখনো কখনো

১৫। কবিতা লিখতে হলে কী করতে হবে?

ক) ভাবতে হবে নতুন কথা

খ) পুরনো কথা

গ) আড়ালে থাকতে হবে

ঘ) হালকা শব্দ ব্যবহার করতে হবে

উত্তর: ক) ভাবতে হবে নতুন কথা

১৬। কিভাবে কবি নতুন ছবি আঁকেন?

ক) পুরনো শব্দ ব্যবহার করে

খ) নতুন শব্দ ও ছন্দ দিয়ে

গ) এককভাবে

ঘ) ছবির মাধ্যমে

উত্তর: খ) নতুন শব্দ ও ছন্দ দিয়ে

১৭। কবিতা লেখার সময় যে জিনিসগুলো মনের মধ্যে জমা হয়, সেগুলো কি?

ক) ছবি, রং, সুর

খ) প্রবন্ধ, গল্প

গ) গান, নাটক

ঘ) চিত্র, নাট্য

উত্তর: ক) ছবি, রং, সুর

১৮। লেখার সময় কোন বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ?

ক) শব্দের রং

খ) শব্দের উচ্চতা

গ) শব্দের আকার

ঘ) শব্দের শক্তি

উত্তর: ক) শব্দের রং

১৯। কবিতায় কোন জিনিস বিক্রি হয়?

ক) সাদা দুধ

খ) চকচকে স্বপ্ন

গ) টাকার গান

ঘ) সবুজ ফুল

উত্তর: খ) চকচকে স্বপ্ন

২০। কবিতা লেখার সময় কিভাবে শব্দ ও ছন্দ মিলাতে হয়?

ক) স্রষ্টার মতো

খ) একটানা

গ) রঙিন সাজপোশাক দিয়ে

ঘ) সহজভাবে

উত্তর: গ) রঙিন সাজপোশাক দিয়ে

কোকিল গল্পের মূলভাব

গল্পটি একটি রাজা এবং তার রাজ্যের এক বিশেষ পাখি কোকিল সম্পর্কে। চীন দেশের রাজা, যিনি তাঁর রাজ্যের প্রাসাদ ও বাগানের গর্বে সজীব, সেখানে অমলিন ফুলের সাজানো বাগান। প্রতিটি ফুলের গলায় রূপোর ঘণ্টা বাঁধা, যা দিয়ে বাগানের সৌন্দর্য আরও বাড়ে। বাগানে হাঁটলেই, ঘণ্টার সুরে মানুষের মন মুগ্ধ হয়ে যায়।

একদিন, রাজার কাছে শুনা যায় যে তাঁর রাজ্যে একটি কোকিল পাখি রয়েছে, যার গান এতই সুন্দর যে, মানুষ দূরদূরান্ত থেকে তার গান শুনতে আসে। রাজা জানতে পারে, কোকিলের গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যায়। সে গানের যাদুতে জেলে থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেই প্রশংসা করে ফিরে যায়। তারা কোকিলের গল্প করে, আর পণ্ডিতরা তার গান নিয়ে পুস্তক লেখে। কিন্তু রাজা অবাক হয়ে যান যখন জানতে পারেন, তাঁর প্রাসাদে কোকিল নেই। তিনি তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডাকেন এবং জানান, তিনি চান কোকিল যেন সন্ধ্যায় রাজসভায় গান গায়। যদি কোোকিল না আসে, তাহলে তার সভাসদদের শাস্তি হবে। প্রধান অমাত্য ভেবে বলেন, তারা কোকিলের নামই শোনেনি। এরপর, রান্নাঘরের এক ছোট মেয়ে বলে, সে প্রতিদিন কোকিলের গান শুনে। তারা সকলেই বনটিতে যায় যেখানে কোকিল গান গায়। তারা কোকিলকে খুঁজে পায় এবং রাজসভায় গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

সন্ধ্যায় রাজসভায় কোকিল এসে গান গায় এবং তার গানের মাধুর্যে রাজা মুগ্ধ হন। রাজা কোকিলকে পুরস্কার দিতে চান, কিন্তু কোকিল জানায়, রাজার চোখের অশ্রু তাকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। কিন্তু একদিন রাজা একটি কলের কোকিল পান। সেই পাখি নিখুঁত গান গায়, যা রাজাকে আরও মুগ্ধ করে। রাজা খুব খুশি হন, কিন্তু আসল কোকিল একদিন পালিয়ে যায় এবং রাজা আবার তাকে অনুভব করেন। রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লে আসল কোকিল ফিরে এসে গান গায়। তার গান রাজাকে সুস্থ করে তোলে। রাজা উপলব্ধি করেন, আসল শিল্প কখনোই কৃত্রিম কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়।

গল্পটি আমাদের শেখায়, জীবনে সত্যিকারের শিল্পের গুরুত্ব কতটা। কোকিলের গান যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য কেবল সত্যিকার অনুভূতিতে পাওয়া যায়। এইভাবে, গল্পটি হৃদয়ে স্থান করে নেয়, শিল্পের আসল মানে বোঝাতে।

কোকিল গল্পের প্রশ্ন উত্তর

১। **গল্পের শুরুতে রাজা কোথাকার?**

উত্তর: রাজা চীনদেশের।

২। **রাজা কিসের জন্য পরিচিত?**

উত্তর: রাজা তার চমৎকার প্রাসাদ ও বাগানের জন্য পরিচিত।

৩। **রাজা তার বাগানে কোন ফুলের কথা উল্লেখ করেছেন?**

উত্তর: কাঁঠালচাঁপা ফুল।

৪। **রাজ্যের মানুষ কোকিলের গান কেমন বলেন?**

উত্তর: কোকিলের গান মধুর ও আশ্চর্য বলে তারা উল্লেখ করেন।

৫। **রাজা কোকিলের কথা কিভাবে জানতে পারেন?**

উত্তর: রাজা বই পড়ার মাধ্যমে কোকিলের কথা জানতে পারেন।

৬। **প্রধান অমাত্যের নাম কি?**

উত্তর: প্রধান অমাত্যের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৭। **রাজা কোকিলকে কেন রাজসভায় আসতে বলেন?**

উত্তর: রাজা কোকিলের গান শোনার জন্য তাকে রাজসভায় আসতে বলেন।

৮। **মেয়েটি কোকিলকে কিভাবে খুঁজে বের করে?**

উত্তর: মেয়েটি গাছের ডালের দিকে আঙুল তুলে কোকিলকে দেখায়।

৯। **কোকিল কোথায় গান গায়?**

উত্তর: কোকিল বনের মধ্যে গান গায়।

১০। **রাজা কোকিলের গান শুনে কেমন অনুভব করেন?**

উত্তর: রাজা কোকিলের গান শুনে খুব খুশি হন।

১১। **কোকিল রাজসভায় গান গাওয়ার পর রাজা তাকে কি উপহার দিতে চান?**

উত্তর: রাজা কোকিলকে সোনালি চটি উপহার দিতে চান।

১২। **কোকিল কেন উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে?**

উত্তর: কোকিল বলে যে, রাজা তার চোখের অশ্রুকে তার সেরা পুরস্কার মনে করেন।

১৩। **কোন পাখির একটি নতুন বই রাজার কাছে আসে?**

উত্তর: কলের কোকিলের একটি বই আসে।

১৪। **কলের কোকিল কি গায়?**

উত্তর: কলের কোকিল বাঁধা সুরে গান গায়।

১৫। **রাজা প্রথমে কোকিলকে কোথায় খুঁজছিলেন?**

উত্তর: রাজা কোকিলকে তার রাজ্য এবং প্রাসাদে খুঁজছিলেন।

১৬। **কোকিলের গান শোনার পর সভাসদরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখান?**

উত্তর: সভাসদরা খুব আনন্দিত ও মুগ্ধ হন।

১৭। **কলের কোকিলের গান কেন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে?**

উত্তর: কারণ সে একেই সুরে গান গায় বারবার।

১৮। **রাজা কিভাবে অসুস্থ হন?**

উত্তর: রাজা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন।

১৯। **রাজা যখন মারা যাচ্ছেন তখন কি হয়?**

উত্তর: রাজা মরে যান বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তিনি অচেতন।

২০। **কোকিলের আসল গান কিভাবে রাজাকে সুস্থ করে?**

উত্তর: আসল কোকিলের গান শোনার পর রাজা স্বাস্থ্যের উন্নতি করেন।

২১। **কোকিল রাজাকে কি পুরস্কার চায়?**

উত্তর: কোকিল বলে যে তার পুরস্কার হলো রাজার চোখের অশ্রু।

২২। **রাজা কোকিলকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?**

উত্তর: রাজা কাল্পনিকভাবে ভাবেন যে কলের কোকিল ভালো।

২৩। **রাজা কোকিলকে কোথায় রাখতে চান?**

উত্তর: রাজা কোকিলকে রাজপ্রাসাদে রাখতে চান।

২৪। **রাজা যখন জেগে ওঠেন, তখন কি দেখতে পান?**

উত্তর: রাজা কোকিলকে তার পাশে দেখতে পান।

২৫। **গল্পের শেষে কোকিল রাজায় কি বলে?**

উত্তর: কোকিল বলে যে, সে যখন ইচ্ছে গান শোনাতে আসবে।

২৬। **রাজা কেন কলের কোকিলকে ভেঙে ফেলতে চান?**

উত্তর: রাজা বলেন যে, আসল কোকিল ফিরে এসেছে, তাই কলের কোকিলের প্রয়োজন নেই।

২৭। **রাজা মারা গেলে কি ঘটে?**

উত্তর: রাজা মারা যান বলে মনে করা হয়, কিন্তু তিনি অচেতন।

২৮। **কোকিলের গান কিভাবে মৃত্যু থেকে রাজাকে মুক্তি দেয়?**

উত্তর: কোকিলের গান শুনে রাজার মৃত্যু দূরে সরে যায়।

২৯। **কোকিল তার স্বাধীনতা কিভাবে বজায় রাখে?**

উত্তর: কোকিল বলে যে, সে যখন ইচ্ছে আসবে গান গাইতে।

৩০। **গল্পের শেষের দিকে রাজা কিসের প্রতিজ্ঞা করেন?**

উত্তর: রাজা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কোকিলকে তার সাথে রাখবেন।

কোকিল গল্পের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। রাজ্যের রাজার নাম কী ছিল?

ক) সম্রাট

খ) রাজার নাম উল্লেখ নেই

গ) কোকিল

ঘ) প্রধান অমাত্য

উত্তর: খ) রাজার নাম উল্লেখ নেই

২। রাজার প্রাসাদ কোথায় অবস্থিত?

ক) জাপান

খ) চীন

গ) ভারত

ঘ) ইউরোপ

উত্তর: খ) চীন

৩। বাগানের ফুলগুলোকে কীভাবে সাজানো হয়েছিল?

ক) স্বর্ণের রঙে

খ) রূপোর ঘণ্টা বাঁধা

গ) রাঙানো

ঘ) সুগন্ধিত

উত্তর: খ) রূপোর ঘণ্টা বাঁধা

৪। কোকিল পাখির গান কেন বিশেষ ছিল?

ক) তাৎক্ষণিক সুরের জন্য

খ) মধুরতার জন্য

গ) উচ্চস্বরে গাওয়ার জন্য

ঘ) দীর্ঘস্থায়ী গানের জন্য

উত্তর: খ) মধুরতার জন্য

৫। রাজা কোকিলের গান শোনার জন্য কী আদেশ দেন?

ক) কোকিলকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিতে

খ) কোকিলকে রাজসভায় গান গাওয়ার জন্য ডাকতে

গ) কোকিলকে বন্দী করতে

ঘ) কোকিলকে তাড়িয়ে দিতে

উত্তর: খ) কোকিলকে রাজসভায় গান গাওয়ার জন্য ডাকতে

৬। প্রধান অমাত্যের প্রতিক্রিয়া কী ছিল যখন রাজা কোকিলের কথা বলেন?

ক) খুশি

খ) অবাক

গ) রাগান্বিত

ঘ) নির্লিপ্ত

উত্তর: খ) অবাক

৭। রাজসভায় প্রথম কে কোকিলকে দেখে?

ক) প্রধান অমাত্য

খ) সম্রাট

গ) ছোট মেয়ে

ঘ) সেনাপতি

উত্তর: গ) ছোট মেয়ে

৮। কোকিল রাজসভায় গান গাওয়ার সময় রাজা কী অনুভব করেন?

ক) রাগ

খ) দুঃখ

গ) আনন্দ

ঘ) ভয়

উত্তর: গ) আনন্দ

৯। কোন পাখিটি রাজা পেয়ে ছিলেন?

ক) প্রকৃত কোকিল

খ) কলের কোকিল

গ) ভুতের পাখি

ঘ) অন্য পাখি

উত্তর: খ) কলের কোকিল

১০। কলের কোকিলের গান কেমন ছিল?

ক) হৃদয়গ্রাহী

খ) যান্ত্রিক

গ) প্রাকৃতিক

ঘ) বিরক্তিকর

উত্তর: খ) যান্ত্রিক

১১। কোকিল রাজা থেকে কী পুরস্কার চায়?

ক) খাদ্য

খ) সোনালী তরোওয়াল

গ) দাস

ঘ) কিছুই চায় না

উত্তর: ঘ) কিছুই চায় না

১২। কোকিলের গান শুনে রাজা কী অনুভব করেন?

ক) হতাশ

খ) মুগ্ধ

গ) অভিমান

ঘ) উদাসীন

উত্তর: খ) মুগ্ধ

১৩। কলের পাখিটি গান গাইলে রাজ্যে কী অবস্থা সৃষ্টি হয়?

ক) শান্তি

খ) অশান্তি

গ) উৎসব

ঘ) হাহাকার

উত্তর: ঘ) হাহাকার

১৪। সত্যিকার কোকিল কোথায় চলে যায়?

ক) রাজসভায়

খ) বন

গ) সমুদ্র

ঘ) শহর

উত্তর: খ) বন

১৫। রাজা মৃত্যুর আগে কী চায়?

ক) গান

খ) খাওয়ার

গ) বিশ্রাম

ঘ) নৃত্য

উত্তর: ক) গান

১৬। কোকিলের গান শুনে রাজা কী ফিরে পান?

ক) স্বাস্থ্য

খ) অর্থ

গ) রাজ্য

ঘ) প্রেম

উত্তর: ক) স্বাস্থ্য

১৭। রাজা কোকিলের কাছে শেষকৃত্য কীভাবে জানতে চান?

ক) চিঠির মাধ্যমে

খ) মুখের কথা

গ) সভাসদদের মাধ্যমে

ঘ) স্বপ্নে

উত্তর: গ) সভাসদদের মাধ্যমে

১৮। কোকিল যখন গান গায় তখন রাজা কী বলে?

ক) থামো না

খ) যথেষ্ট

গ) আরও গাও

ঘ) যাও

উত্তর: ক) থামো না

১৯। কোকিল রাজা থেকে কী জানতে চায়?

ক) তার ভ্রমণের অনুমতি

খ) গান গাওয়ার অনুমতি

গ) পুরস্কার

ঘ) স্নেহ

উত্তর: ক) তার ভ্রমণের অনুমতি

২০। কোকিলের গান শেষ হলে রাজা কী অনুভব করেন?

ক) বিষণ্নতা

খ) আনন্দ

গ) ক্লান্তি

ঘ) উদ্বেগ

উত্তর: খ) আনন্দ

Visit: sohagschool.com